বৈষম্যমূলক বিশ্বায়ন রোধের আহ্বান

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিশিষ্টজনেরা বিশ্বায়ন ও বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক ধারার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশকে গ্যাস রপ্তানি না করতে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশনা মাথা পেতে না নিতে। একই সঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে। লিখেছেন.. আসজাদুল কিবরিয়া

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদ্য সমাপ্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল : উদীয়মান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। সোজা ভাষায় বললে, বিশ্বায়ন ও বাণিজ্য উদারীকরণ। বিশ্বায়নের সুফল-কুফল দুই-ই আছে এটি যেমন সত্যি, তারচেয়ে বড় সত্যি হলো বিশ্বায়ন এখন বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কোনো দেশের পক্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে তো সম্ভবই নয়। এই প্রেক্ষিতে গত ২৮-৩০ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত অর্থনীতি সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে কিভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সমাজকর্মীরা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিজস্ব আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিচার করেই সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং তা নিজস্ব পরিকল্পনা ও প্রয়োজনমাফিক পরিচালনা করতে হবে। দাতাগোষ্ঠীর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্ব বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত ও গরিব দেশগুলোর ন্যায্য অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে উন্নত দেশগুলোয় বাজার সুবিধা প্রদানেরও জোর দাবি জানানো হয়।

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বিশেষ উপদেষ্টা এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জেফ্রি স্যাক্স এ বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেন সম্মেলনে। তিনি বলেন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনের জন্য ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তার বাস্তবায়ন সবচেয়ে হতাশাজনক। আর এজন্য মূলত ধনী দেশগুলো দায়ী। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা বাবদ তার জিএনপির ০.১৪% ব্যয় করলেও ইরাক যুদ্ধে ব্যয় করছে এর পাঁচগুণ। স্যাক্স বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত টেনে বলেন, এখানে আই-পিআরএসপির দলিল খুব চমৎকারভাবে গ্রন্থিত হলেও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উপায়গুলো বাস্তবতার সঙ্গে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। ওয়াশিংটন বলেছে বলেই দলিলে সরকারের আয়তন কমানোর কথা বলা হয়েছে, যা সঠিক পদক্ষেপ হতে পারে না। কারণ, বাংলাদেশের মতো দেশে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ. বিদ্যুৎ সুবিধা দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশ মাথাপিছু মাত্র ৫ ডলার ব্যয় করছে, যেখানে এখন প্রয়োজন মাথাপিছু ২৫ ডলার। ফলে বছরে বাংলাদেশের প্রয়োজন ২.৮ বিলিয়ন ডলার, অথচ ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা প্রতি মাসে ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিত ধনী দেশগুলোকে তাদের প্রদেয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

জেফ্রি স্যাক্স দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ১৪ কোটি লোকের বাংলাদেশের কোনো নীতি-নির্ধারণে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নির্দেশনা দেয়া উচিত নয়। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানি না করে বরং তা জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য বিনিয়োগ করা উচিত হবে। তার মতে, বাংলাদেশ বছরে ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং এসব সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়াকে বৈষম্যমূলক ও গরিব দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী উল্লেখ করে এর পরিবর্তন আনার ওপরও জোর দেওয়া হয়। ধনী দেশগুলোর বৈষম্যমূলক আচরণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের প্রফেসর রবার্ট হান্টার ওয়েড বলেন, নয়া উদারীকরণের নীতিমালাগুলো দুই শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। আর এই দেশগুলোর স্বার্থের পক্ষে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কাজ করছে। বরার্ট হান্টার আরো বলেন, ১৯৮০ থেকে ১৯৯৮- এই সময়কালে বিশ্বে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৪০ কোটি থেকে কমে ১২০ কোটি হয়েছে, যা আপাতত বিশ্বায়নের সুফল বলে প্রচার করা হলেও বাস্তবে বিষয়টি সেরকম নয়। কারণ, এই হিসাবেই যথষ্ট গলদ রয়েছে। রবার্ট হান্টার বলেন, নয়া উদারীকরণ বিদ্যমান বৈষম্যকে আরো সম্প্রসারিত করায় ভূমিকা রাখছে। তিনি এর বিপরীতে একটি নতুন ধারার সূচনা করে নয়া উদারীকরণ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার আহ্বান জানান।

তিন দিনের এই সম্মেলনে উন্নত বিশ্বের এবং তাদের অনুগামী বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈষম্যমূলক ও দ্বিমুখী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নয়নশীল ও গরিব দেশগুলোর জন্য সহায়ক ও কল্যাণমুখী করার আহ্বান জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে ওয়াশিংটনভিত্তিক সেন্টার ফর গ্লোবাল ডেভেলপমেন্টের (সিজিডি) প্রেসিডেন্ট ড. ন্যান্সি বার্ডসেল বলেন, ধনী দেশগুলো গরিব দেশগুলোর উন্নয়নে আসলে কি করছে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। কারণ, বাজার অর্থনীতি গরিব দেশের চেয়ে ধনী দেশেরই বেশি উপকারে আসছে, বাজার ব্যর্থতা সংশোধনের যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই এবং বাজার তথা বিশ্বায়নের নিয়মনীতিগুলো ন্যায়সম্মত নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে সিজিডি প্রণীত ২১টি ধনী দেশের প্রতিশ্রুতি সূচক

(Commitment index) তুলে ধরেন।

ড. বার্ডসেল গরিব দেশগুলোর প্রতি ধনী দেশের বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ সালে বাংলাদেশের কাছ থেকে ফ্রান্সের চেয়ে বেশি আমদানি শুল্ক আদায় করেছে। অথচ একই সময়ে ফ্রান্স থেকে পণ্য আমদানি করেছে ১২ গুণ বেশি। ড. বার্ডসেল উন্নয়নশীল দেশগুলোয় প্রাতিষ্ঠানিক সুব্যবস্থা গড়ে তোলায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে দাতা দেশগুলোর আচরণকে অসহিষ্ণু হিসেবে অভিহিত করে এর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বাইরে থেকে আমদানি করা যায় না, এটি প্রতিটি দেশের ভেতর থেকে গড়ে তুলতে হয় এবং এ জন্য সময়েরও প্রয়োজন।

তিনি বুশ সরকার কর্তৃক গৃহীত মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ একাউন্ট (এমসিএ) কর্মসূচির আওতায় সহযোগিতা করার জন্য উন্নয়নশীল দেশ বাছাই পদ্ধতিরও তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এমসিএ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলেও আরেক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ মোজাম্বিককে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে বিশ্বব্যাংকের পরিমাপ পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ড. বার্ডসেল বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক নয় বরং রাজনৈতিক বলে অভিহিত করেন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত এরই জের ধরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন নিয়ন্ত্রণ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন শক্তিশালী করা এবং নিজস্ব উন্নয়ন এজেন্ডা ও সংস্কার বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প বাংলাদেশের নেই।

তবে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত অতিথি হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধান, জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক সংস্কারের আহ্বানে সরাসরি কিছু না বলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নেতিবাচক দিক এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশের কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তার কিছু খন্ডচিত্র দেন। ধারণা করা যায়, রাজনৈতিক সংস্কার-সদিচ্ছা বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের আহ্বান তার ভালো লাগেনি।

গত ২৮ জুন বিকেলে তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্জন একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। তবে দুর্নীতি কম হলে অর্থনৈতিক অর্জন আরো ভালো হতে পারত। উভয় অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ।

তিন দিনের এ সম্মেলনে আরো যারা যোগদান করে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তারা হলেন : ড. কামাল হোসেন, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও আবুল মাল আবদুল মুহিত, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ড. মঈন খান, প্রফেসর নূরুল ইসলাম, প্রফেসর আনিসুর রহমান, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক এস আর ওসমানী, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সের প্রফেসর রবার্ট হান্টার ওয়েড, ভিজিটিং ফেলো নিতিন দেশাই, বিশিষ্ট শিল্পপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু, সালমান এফ রহমান প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি গত ৩০ জুন বুধবার ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শেষ হয়।

বিশ্বায়নের বৈষম্যমূলক ফল

- বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫% বাস করে ধনী দেশগুলোয়, ৭% পরিবর্তনশীল দেশগুলোয় আর বাকি ৭৮% গরিব দেশগুলোয়।
- বিশ্বের ২০% লোক (ধনী ও পরিবর্তনশীল দেশগুলো) বর্তমানে গোটা পৃথিবীর সমগ্র সম্পদের ৮৬% ভোগ করে, যা '৯০-এর দশকে ছিল ৮০%।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ৪৪টি দেশ বেশি গরিব হয়েছে। জনগণের মাথাপিছু আয় গড়ে ৬ হাজার মার্কিন ডলার।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বের ২১টি দেশে জনগণ অধিক খাদ্যাভাবে ভুগছে।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ১৪টি দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বে ১২টি দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার কমে গেছে।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বের ৩৪টি দেশে মানুষের গড় আয়ু কমে গেছে।
- '৯০-এর দশকের তুলনায় এখন বিশ্বের ২১টি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক নেমে গেছে।
- গরিব দেশগুলোর প্রথাগত রপ্তানি সামগ্রী (কৃষি ও খনিজ সম্পদ) এখন বিশ্বের মোট রপ্তানি বাজারের মাত্র ২০%, যা '৯০-এর দশকে ছিল ৭০%।
- বিশ্বের মাত্র ১৫% মানুষ সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা ভোগ করতে পারছে।
- ধনী-গরিব দেশগুলোয় বসবাসকারী মানুষের আয় অনুপাত গড়ে এখন ১০০ ঃ ৪.৩।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

অতঃপর জীবনের বাইশটি বসন্ত পার করে

তেইশের প্রথম প্রহরে ঘুম ভেঙে দেখি... পৃথিবীটা ধূসর, ভালোবাসা ছাড়া! তাই ভালোবাসার জন্য তোমার কাছে হাত বাড়ালাম... আমার ভালোবাসা রঙধনুর স্বপ্ন নিয়ে ডানা মেলতে চায় ঐ নীলিমায়... একা একা পথ চলা কষ্টকর। তাই একজন বন্ধু প্রয়োজন, যে আমার ভালোবাসা পাবার জন্য এখনো কোথাও না কোথাও আছে! শুধু তার জন্য বুকের সুপ্ত ভালোবাসাগুলো এখনো উত্তর-দক্ষিণ মেরুর বরফের মতো জমে আছে। তুমি না এলে টাইটানিকের 'দ্য লাস্ট সিন'-এর মতো হয়তো জমে যাবো। আমি জানি না কোথায় তোমার ঠিকানা... শুধু জানি তুমি আছো... একদিন আসবে। সেই এক দিনের অপেক্ষায়...।

আমজাদ হোসেন, অপেক্ষা
টেলিকম সিস্টেম, ৩৫ নং জে সি গুহ রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

শুধু প্রেমাকে

প্রেমা ২৮ মে আপনার চিরকূটটা পড়ে খুব ভালো লাগল। আসলে জীবনে বন্ধুর অভাব কখনো হয় না। কিন্তু সত্যিকারের উদার, মহৎ হৃদয়ের বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আপনার বন্ধু হয়ে কতটুকু মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারব জানি না। তবে কখনো কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শিখিনি। আসলে এক চিঠিতে কিংবা সামান্য পরিচয়ে জানা যায় না মানুষের সঠিক মনের পরিচয়। আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকব।

রুহেত, প্রযত্নে : মেসার্স নাছের এন্ড ব্রাদার্স, বালুচরা, আয়শা আলী মার্কেট, পো : জ্বালাবাদ, থানা : বায়জীদ, জেলা : চট্টগ্রাম